দৈনিক সংবাদ

145

তারিখ 03 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... 2 ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

ভুয়া অভিজ্ঞতা সনদপত্র

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের সময় এলেই কোন কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিংবা পেশাদার দালালদের ব্যবসা শুরু হয়। এই ব্যবসা ভুয়া অভিজ্ঞতা সনদপত্রের ব্যবসা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পাস প্রার্থীদের বেলায় ৭ বছর শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতার এবং স্নাতক ডিগ্রীধারী প্রার্থীদের বেলায় কমপক্ষে ৩ তিন বছরের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। এই অভিজ্ঞতা সনদপত্র শিক্ষকতা না করলেও কোন কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিপুল অর্থের বিনিময়ে প্রদান করেন। আবার কোন কোন দালাল শ্রেণীর লোক নিজেরাই কোন বিদ্যালয়ের প্যাড ও সীল তৈরী করে এই সনদপত্র নিজে ব্যবহার করেন অথবা অন্যের কাছে বিক্রি করছেন। খুব কাছের বিদ্যালয় হতে সনদপত্র পাওয়া গেছে মনে করে নিয়োগ কর্তৃপক্ষও সন্দেহ করতে পারেন না। ফলে প্রকৃত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীরাও তাদের প্রতারণা এবং তদবিরের কাছে হেরে যেতে বাধ্য হন।

আসলে নিয়োগ কর্তৃপক্ষ এসব প্রতারক ভুয়া অভিজ্ঞতাধারীদের একটু চেষ্টা করলেই চিহ্নিত করতে পারেন। এ জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারের একটু সাহায্য নিতে হবে। আশা করি, নিয়োগ কর্তৃপক্ষ সকল এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবেন।

এম, এস আলী,
৩৭ তোপখানা রোড, ঢাকা

ছাত্রদের শিক্ষাজীবন রক্ষার দাবী

গত মার্চ-এপ্রিল ('৮৭ইং) মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৫ সালের তৃতীয় বর্ষ (সম্মান) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আজ ৭ মাস পার হতে চলল অথচ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এপ্রিলের পর থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালের ১ বছর মেয়াদী মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স শুরু হলেও ফলাফল প্রকাশ না হওয়ার দরুন ছাত্রছাত্রীগণ মাষ্টার্স ডিগ্রীতে ভর্তি হয়েও মনোযোগ সহকারে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারছে না। কারণ, ছাত্র ছাত্রীরা তাদের স্ব স্ব পরীক্ষার পাস-ফেল সম্পর্কে অনিশ্চিত। এ ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে আবেদন করেও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশ করতে না পারলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষার ১২ দিন পরও উত্তরপত্রে পুনরায় লেখার ব্যবস্থার মত অকল্পনীয় ঘটনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত হচ্ছে। গত ২৪-৯-৮৭ ইং তারিখে দুপুরে ব্যবস্থাপনা বিভাগের অফিস কক্ষে বাহির থেকে তালাবদ্ধ করে প্রথম বর্ষ অনার্সের দু'জন ছাত্রছাত্রী তাদের ১২/৯/৮৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার উত্তরপত্রে পুনরায় লিখতে গিয়ে কয়েকজন ছাত্রের হাতে ধরা পড়ে। পরে তাদেরকে মাননীয় প্রক্টর ও ডীন মহোদয়ের নিকট সোপর্দ করা হয়। পূর্বে ছাত্রদের শিক্ষাজীবন বিলম্বিত করার জন্য সরকার কর্তৃক হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়াকে দায়ী করা হতো, কিন্তু এখন ত সরকার বা ছাত্র কারো কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়নি, তবুও ছাত্রদের ১২ মাসের মধ্যে ৭টি মাস নষ্ট হলো কেন? বাকী ৫ মাসের মধ্যে ১২ মাসের কোর্স ছাত্ররা সমাপ্ত করতে পারবে? এসব কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপরিকল্পিতভাবে ছাত্রদের শিক্ষাজীবন নষ্ট করা নয় কি? তাই আর আবেদন নয়, যারা ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, সেই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর তথা পরীক্ষার সহিত সংশ্লি[ষ্ট] সকলের কার্যকলাপ তদন্ত করার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ তথা দেশের সকল বুদ্ধিজীবী মহলের নিক[ট] দাবী জানাচ্ছি। কারণ, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না করে অন্য যে কোন কাজ করার অর্থ ছাত্রদের মূল্যবান শিক্ষাজীবন "সুপরিকল্পিতভাবে" নষ্ট করা।

মোহাম্মদ মাহবুব আলী
তৃতীয় বর্ষ (সম্মান) পরীক্ষার্থী '৮৫, রোল ৮৩-৫১৩, অর্থনীতি বিভাগ, শাহজালাল হল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

দনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

দোলাইপাড় ও দনিয়ায় জনবসতি বেড়ে যাওয়ায় এখানকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলান হয় না। ইতিমধ্যেই দনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহু ছাত্রকে খোলা আকাশের নীচে বসে শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে। দনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পাকা ও ৪র্থ তলা করার কর্মসূচী নেয়া হয়। ৩য় তলা নির্মাণ শেষে ৪র্থ তলা করার মুখে কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে।

তাই দনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাই।

মোঃ শামসুদ্দিন আহমদ,
সভাপতি, কার্যকরী কমিটি,
দনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ডেমরা, ঢাকা।

মাইচাইল সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়

চান্দিনা উপজেলার মাইচাইল সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না। বিদ্যালয়ে ৫'শ ছাত্র-ছাত্রী পড়ে, মাত্র শ'তিনেক ছাত্রের স্থান সংকুলান সম্ভব। অনেকে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করে। চেয়ার-টেবিলেরও অভাব আছে। বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী এ বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পেয়ে আসছে।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিদ্যালয়টি সম্প্রসারণ করা[র] ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানাই।

এলাকাবাসীর পক্ষে,
খালেদ আহমদ,
জোড় পুকুরিয়া, মাইচাইল,
চান্দিনা, কুমিল্লা।

জারুলিয়া প্রাঃ বিদ্যালয়ের সমস্যা

১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জারুলিয়া প্রাঃ বিদ্যালয়ে ৪শয়ের মত ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। স্কুলটি চুনারুঘাট উপজেলার ১নং ইউনিয়নের অন্তর্গত। ১৯৭৭ সালে স্কুলটি একবার মেরামত করা হয় স্কুলের বারান্দায় টিনের ছাউনি না থাকায় বৃষ্টির পানিতে দরোজা জানালার ক্ষতি হচ্ছে।

চেয়ার, টেবিলেরও অভাব রয়েছে। স্কুলটি পুনরায় মেরামত করা দরকার, কিন্তু তার কোন উদ্যোগ নেই।

আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এ,টি,এম তাজুল ইসলাম,
গাজীপুর, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

বিআরটিসি বাস চাই

বিআরটিসি বাস সকল লাই[নে] চলাচল করে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের দুর্ভোগ কমানোর জ[ন্য] বিভিন্ন রুটে বিআরটিসি বা[স] চলাচলের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাই।

প্রভাষ কুমার দেবনা[থ]
পরিসংখ্যান (১ম বর্ষ), জগন্না[থ] কলেজ, ঢাকা।